কর্ম পদ্ধতি

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কর্মপদ্ধতি

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কর্মপদ্ধতি
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রকাশক
কেন্দ্রীয় কমিটি
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

১ম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৫

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

Kormopoddhoti (System of Work) : Published by the Central Committee of **AHLE HADEETH ANDOLON BANGLADESH**. Head Office : Darul Imarat Ahle Hadeeth, Nawdapara, P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. 0721-760525.

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

একটি সংগঠন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যেসব পথ অবলম্বন করে, তাকে একসঙ্গে 'কর্মসূচী' বলে। আর সেই কর্মসূচী যে পন্থায় বাস্তবায়ন করা হয়, তাকে 'কর্মপদ্ধতি' বলে। অত্র বইয়ে 'গঠনতন্ত্রে' নির্দেশিত 'আন্দোলন'-এর চার দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। কর্মীদের সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' একটি মধ্যপন্থী ইসলামী আন্দোলন। এর কর্মপদ্ধতি সর্বদা সেভাবেই অনুসৃত হবে।

উল্লেখ্য যে, বিগত ২৮ ও ২৯শে মার্চ ১৯৮১ইং তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় এডহক কমিটির সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে অত্র কর্মপদ্ধতি গৃহীত হয় এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এযাবৎ সেটাই অনুসরণ করে আসছে। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহত্তর জাতীয় সংগঠন হিসাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভের পর তা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপে এখন 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও 'মহিলা সংস্থা' সকলের জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনুসরণীয় 'কর্মপদ্ধতি' হিসাবে গণ্য হবে।

পরিশেষে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এদেশে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল আন্দোলন হিসাবে পরিচালনার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন- এই দো'আ করে শেষ করছি।- আমীন! ইতি-

নওদাপাড়া, রাজশাহী
তাং ১০ই ডিসেম্বর ২০১৫

বিনীত
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

চার দফা কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১ম দফা কর্মসূচী

তাবলীগ বা প্রচার :

এ দফার করণীয় হ'ল, সর্বস্তরের মানুষের নিকট নির্ভেজাল তাওহীদ-এর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। তাদেরকে যাবতীয় শিরক, বিদ'আত ও তাক্বলীদী ফির্কাবন্দীর বেড়াজাল হ'তে মুক্ত হ'য়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করা। তাদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা।

এ দফার করণীয় :

(১) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে অন্যের নিকট সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া।

(২) প্রতিদিন বাদ এশা মহল্লার মসজিদে অনুবাদ সহ একটি হাদীছ শুনানো।

(৩) প্রতিদিন বাদ ফজর 'তাফসীরুল কুরআন' থেকে একদিন ও 'নবীদের কাহিনী' থেকে একদিন ১০মিনিট করে নিয়মিত পাঠ করা ও শুনানো।

(৪) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক করা।

(৫) সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা।

(৬) পাক্ষিক তাবলীগী সফরে বের হওয়া।

(৭) মাসিক ও বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা করা।

(৮) জুম'আর খুৎবা প্রদান করা।

(৯) কর্মী সম্মেলন, সেমিনার ও ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা।

(১০) সংগঠনের বই, পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

প্রত্যেকটি কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে অন্যের নিকট সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া : দাওয়াতী কাজে এটিই হ'ল সর্বোত্তম পন্থা। পরিচিত বন্ধুদের মাঝে সময় ও সুযোগ মতো দ্বীনের সঠিক দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের মহল্লা, কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস প্রভৃতিকে বেছে নিবেন। দলীল ভিত্তিক বক্তব্য, সুন্দর আচরণ, বিনয়ী চাল-চলন, নিরহংকার স্বভাব এবং সেবা ও সহমর্মিতা দিয়ে অন্যের হৃদয় জয় করা সম্ভব। সর্বোপরি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের খালেছ নিয়তে বন্ধুকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিবেন এবং বিশ্বাস রাখবেন যে, হেদায়াতের মালিক আল্লাহ। এতে জনমনে নির্ভেজাল ইসলাম সম্পর্কে জানবার ও বুঝবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এসময় সংগঠনের বই, পত্রিকা, সিডি ও ইন্টারনেটে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সমূহ শোনার আবেদন জানাবেন। সম্ভব হলে বই হাদিয়া দিবেন।

(২) প্রতিদিন বাদ এশা মহল্লার মসজিদে অনুবাদ সহ একটি হাদীছ শুনানো : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একটি আয়াত জানা থাকলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছে দাও' *(বুখারী হা/৩৪৬১)*। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে এটি অতীব যরূরী একটি পদক্ষেপ। এজন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করবেন।-

(ক) শাখার কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করে হাদীছ শুনানোর দায়িত্ব দিতে হবে। এজন্য মসজিদে সাপ্তাহিক নামের তালিকা টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে। হাদীছ যিনি শুনাবেন সেই অনুযায়ী নিজের চরিত্র গঠনের প্রতিজ্ঞা রাখবেন।

(খ) সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে মুছল্লীদের সামনে হাদীছ শুনাবেন। প্রথমে আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ, ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু 'আলা মান লা নাবিইয়া বা'দাহ। আম্মা বা'দ...। অতঃপর আরবীতে হাদীছ পাঠ করবেন এবং তার অনুবাদ শুনাবেন। শেষে বলবেন, আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত হাদীছের উপর সাধ্যমত আমল করার তাওফীক দান করুন! -আমীন। এসময় মুছল্লীগণ সকলে 'আমীন' বলবেন। আরবীতে পড়তে না পারলে কেবল বাংলা অর্থটুকু দু'বার শুনাবেন। হাদীছ শুনাবার সময় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই থেকে, বিশেষ করে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর মধ্যে বর্ণিত ছালাতের মধ্যকার বিভিন্ন দো'আ ও শেষের যরূরী দো'আ সমূহ থেকে পাঠ করবেন। প্রয়োজনে যৎসামান্য ব্যাখ্যা দিবেন। যা তিন মিনিটের ঊর্ধ্বে হবে না।

(৩) প্রতিদিন বাদ ফজর 'তাফসীরুল কুরআন' থেকে একদিন ও 'নবীদের কাহিনী' থেকে একদিন ১০মিনিট করে নিয়মিত পাঠ করা ও শুনানো :

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম। বিশুদ্ধ ইলম বইয়ের মলাটের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যেই সমাজ পরিবর্তনের বীজ নিহিত রয়েছে। কুরআনের বাণী ও তার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এবং নবীদের কাহিনী ও তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ জনমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফজরের পর বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্র বিশুদ্ধ বাণী সমূহ আল্লাহভীরু বান্দাকে আল্লাহ্র দিকে আকৃষ্ট করবে। জান্নাত থেকে পতিত আদম সন্তান জান্নাতে ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্বেলিত হবে। অতএব সংগঠনের কর্মীগণের উপর এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বটে।

প্রথমে আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ, ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু 'আলা মান লা নাবিইয়া বা'দাহ। আম্মা বা'দ... বলার পর সকলে পরিচালকের সাথে সূরা ফাতিহা, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস ছহীহ-শুদ্ধভাবে নিম্নস্বরে পাঠ করবেন। অতঃপর প্রথম দিন 'তাফসীরুল কুরআনে'র প্রকাশকের নিবেদন, পরের দিন ভূমিকা, অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় বক্সের মধ্যেকার আয়াতটি অনুবাদ সহ শুনাবেন। এরপর থেকে সূরা ফাতিহা শুরু করবেন। প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা বা তার কিছু বেশী পাঠ করবেন। একইভাবে দ্বিতীয় দিন 'নবীদের কাহিনী'-১ 'প্রকাশকের নিবেদন' পাঠ করবেন। পরের দিন 'ভূমিকা' তার পরদিন থেকে হযরত আদম (আঃ) হ'তে শুরু করবেন। এভাবে নবীদের কাহিনী-১ ও ২ শেষ হ'লে -৩ অর্থাৎ 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' শুরু থেকে পড়তে আরম্ভ করবেন।

পাঠ শেষে নিম্নের দো'আগুলি সকলকে নিয়ে পড়বেন।-

তিন বার বলবেন, (ক) *'বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুররু মা'আ ইসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আর্‌যি ওয়া লা ফিসসামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম'* (আমি ঐ আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়ে, কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ তার উপরে আপতিত হবে না' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪ (ক) নং দো'আ)*।

(খ) *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান নাফে'আন, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাব্বালান, ওয়া রিঝক্বান ত্বাইয়েবা'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি) *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪ (গ) নং দো'আ)*।

(গ) *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে'* (আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি) *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০ (১) নং দো'আ)*।

(ঘ) মজলিস ভঙ্গের দো'আ, *'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক'* (মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি) *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫ নং দো'আ)*। অতঃপর পরিচালক সবার উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন এবং শ্রোতাগণ সকলে সালামের জবাব দিবেন।

(৪) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক করা :

মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে 'সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক' একটি অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ। প্রত্যেক কর্মী এই বৈঠকে নিয়মিত যোগদান করবেন এবং প্রত্যেকে কমপক্ষে একজনকে এই বৈঠকে নিয়ে আসবেন।

তা'লীমী বৈঠকের অনুষ্ঠান সূচী নিম্নরূপ।-

(ক) প্রথমে সকলে সূরা ফাতিহা, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস ছহীহ-শুদ্ধভাবে পরিচালকের সাথে নিম্নস্বরে পাঠ করবেন। অতঃপর আরবী ক্বায়েদা অবলম্বনে মাখরাজ সহ বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষা করবেন।

(খ) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই থেকে ধারাবাহিক পাঠ ও দো'আ সমূহ শিক্ষা।

(গ) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত কোন একটি বই থেকে পূর্ব নির্ধারিত অংশ অথবা সংগঠনের 'পরিচিতি' ও প্রচারপত্র থেকে সামষ্টিক পাঠ ও পর্যালোচনা।

(ঘ) বৈঠকী দান ও ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ।

তা'লীমী বৈঠকের সময়সীমা দু'ঘণ্টা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও সাধারণ শ্রোতাগণ এতে যোগদান করবেন। পর্দার ব্যবস্থা থাকলে মহিলারাও যোগদান করতে পারবেন। অতঃপর মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠক শেষ করবেন।

'মহিলা সংস্থা'র দায়িত্বশীলগণ নিজ বাড়ীতে বা সুবিধা মত স্থানে উক্ত তা'লীমী বৈঠক চালাতে পারেন। যেখানে প্রতিবেশী মা-বোনদেরকে জমা করবেন।

(৫) সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা :

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। সেকারণ পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ'ল পরিবারকে বিশুদ্ধ ইসলামী পরিবারে পরিণত করা। এজন্য করণীয় সমূহ নিম্নরূপ :

পরিবারের সদস্যদেরকে সপ্তাহে একদিন একত্রে বসিয়ে প্রথমে ৪ ধারায় বর্ণিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের ক, খ ও গ উপধারা অনুসরণ করবেন। অতঃপর প্রয়োজনে 'ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ' দিবেন। 'বৈঠকী দান' জমা করে পারিবারিক লাইব্রেরীর জন্য বই ও অন্যান্য প্রচার সামগ্রী কিনবেন। অথবা মৃত নিকটাত্মীয়দের নামে বিতরণ করবেন। কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক কাজেও ব্যয় করা যাবে।

এতদ্ব্যতীত পরিবারের সদস্যগণ (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করবেন। (খ) কমপক্ষে ২টি আয়াত ও ১টি হাদীছ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করবেন। (গ) কমপক্ষে ৫ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই/ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করবেন।

(৬) পাক্ষিক তাবলীগী সফরে বের হওয়া :

প্রতি পনের দিন অন্তর নিজ খরচে এক বা একাধিক দিনের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা দূরে তাবলীগে বের হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী টীম প্রেরণ করতেন। এই তাবলীগী সফর নিজের জন্য যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে, তেমনি মনের মধ্যেযে ত্যাগের অনুভূতি

সৃষ্টি হয়। যা ছাহাবায়ে কেরামের অতুলনীয় ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে প্রতারণার মাধ্যমে ৭০ জনের তাবলীগী টিমের সবাইকে হত্যা করা হয়। কেবল একজন বেঁচে যান। উক্ত দলের প্রতিনিধি হারাম বিন মিলহানকে যখন পিছন থেকে বর্শা বিদ্ধ করে প্রথমে হত্যা করা হয়, তখন তিনি খুশী হয়ে বলে উঠেছিলেন, اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 'আল্লাহু আকবর! কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি'। যেটি বি'রে মাঊনা-র ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। একই মাসে ১০ জনের তাবলীগী টিমকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করা হয়। যা রাজী'-এর ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই দলের প্রখ্যাত ছাহাবী খোবায়েবকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করার সময় তাঁর পঠিত কবিতার বিশেষ দু'টি লাইন ছিল,

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا + عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ + يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে'। 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি চাইলে আমার দেহের খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করবেন' *(বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯)*।

অন্যজন যায়েদ বিন দাছেনাকে হত্যার পূর্বে আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার সহ বেঁচে থাক? তিনি বলেন, لاَ وَاللهِ الْعَظِيمِ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْدِيَنِي بِشَوْكَةٍ يُشَاكَهَا فِي قَدَمِهِ 'কখনোই না। মহান আল্লাহ্র কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে তাঁর পায়ে একটি কাঁটারও আঘাত লাগুক'। উভয় ঘটনায় রাসূল (ছাঃ) হত্যাকারী গোত্র সমূহের বিরুদ্ধে একমাস যাবৎ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে বদদো'আ করে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৯১-৯৪ পৃঃ)*।

এত বড় মর্মান্তিক ঘটনার পরেও ছাহাবায়ে কেরাম দাওয়াত ও তাবলীগ থেকে পিছু হটেননি বা কারু প্রতি কোনরূপ অভিযোগও করেননি। আমাদেরকেও

একই ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলনে’র দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

কেবলমাত্র আল্লাহ্কে রাযী-খুশী করার জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য তাবলীগে বের হ’তে পারলে নিজের সকল কাজে এখলাছ পয়দা হয়। যা অন্যের মনেও গভীরভাবে রেখাপাত করে। এটি দাওয়াতী অঙ্গনে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনন্য সুযোগও বটে। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, আমার সবকিছুই আল্লাহ দেখছেন। অতএব আমার সব কাজই তাঁর সন্তুষ্টির জন্য হ’তে হবে। যেকোন বিপদাপদ ও কষ্ট সমূহ আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসাবে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। বিশুদ্ধ নিয়ত ও বিশুদ্ধ আমলের কারণে এরূপ সফরে মৃত্যু হ’লেও যুল-বাজাদায়েন-এর মত শহীদী মৃত্যুর আশা করা যায় *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬০১ পৃঃ)*।

এ দফার করণীয় :

(১) তাবলীগী সফর দিনব্যাপী বা তদূর্ধ টানা কয়েকদিন করা যেতে পারে।

(২) সম্পূর্ণ নিজ খরচে সফর করবেন। তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কেউ কারু ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। বাধ্যগত অবস্থায় কাউকে শাখার পক্ষ হ’তে খরচ দেওয়া যাবে।

(৩) কমপক্ষে দু’জনের একটি কাফেলার জন্য একজন ‘আমীর’ থাকবেন। সর্বদা আমীরের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

(৪) তাবলীগে বের হবার আগে নিজের মধ্যে এখলাছ পয়দা করতে হবে। কেবল আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। নিজেকে সবসময় আল্লাহ্র পথের দাঈ এবং একজন শিক্ষার্থী ছাত্র হিসাবে ভাবতে হবে।

(৫) তাবলীগী সফরে কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নোট ২০১৩ ও ২০১৪ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ নোট সমূহ আলোচনা করবেন।

*** বক্তৃতা অনুশীলন :** বক্তৃতা তাবলীগী সফরের একটি অন্যতম উপকারী বিষয়। বিভিন্ন মজলিসে ‘আমীর’ তাঁর সঙ্গীদেরকে বক্তব্য রাখতে উদ্বুদ্ধ করবেন। নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তা তার বক্তৃতা শেষ করবেন। এ ব্যাপারে অবশ্যই তিনি শ্রোতাদের রুচি ও যোগ্যতার প্রতি খেয়াল রাখবেন।

সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শ্রোতার মনস্তুষ্টি নয়, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বক্তৃতা হবে।

*** মুবাল্লিগদের প্রতি হেদায়াত-**

(১) ব্যবহারে অমায়িক হবেন (২) কথা কম বলবেন (৩) সর্বদা হাসিমুখে থাকবেন (৪) অহেতুক তর্ক পরিহার করবেন (৫) সর্বদা দ্বীনী আলাপে থাকবেন (৬) সুযোগ পেলেই তসবীহ পাঠ করবেন (৭) রাস্তায় চলার সময় আমীরের আগে আগে চলবেন না। যাতে নেকী নেই, সেরূপ কথা বলবেন না ও সেরূপ কাজ করবেন না। ডাইনে বামে তাকাবেন না। সর্বদা সম্মুখের দিকে নযর রেখে নিম্নমুখী হয়ে চলবেন। আমীরের অনুমতি ব্যতীত কোথাও যাবেন না (৮) আলেমদের সম্মান করবেন। তাদের কাছ থেকে উপদেশ ও দো'আ নিবেন। (৯) নিজের কাজ নিজে করবেন (১০) প্রত্যেকেই পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন (১১) নিজের জন্য যা ভালবাসবেন, অপরের জন্য তা ভালবাসবেন (১২) অন্যের ত্রুটি ধরার পূর্বে নিজের ত্রুটিগুলির কথা স্মরণ করবেন (১৩) অধিক ছওয়াব অর্জনের জন্য যে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন এবং এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবেন (১৪) বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ বজায় রাখবেন। (১৫) রাত্রিতে তাহাজ্জুদ পড়বেন ও আল্লাহ্র নিকটে কান্নাকাটি করবেন।

*** তাবলীগী পরিকল্পনা তৈরী :** মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠকে তাবলীগী পরিকল্পনা তৈরী করবেন। সংগঠনের সর্বস্তরের প্রচার সম্পাদকগণ তাবলীগী সফরের খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করবেন। অতঃপর কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করবেন। মহল্লা বা এলাকার গুরুত্ব বুঝে সেখানে একাধিকবার সফর করবেন। তাবলীগী সফরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাংগঠনিক ধারা সৃষ্টির একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হ'লে সেখানে সংগঠনের শাখা গঠন করবেন। 'শাখা' হৌক বা না হৌক সর্বত্র দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। যেন কিয়ামতের দিন কেউ আল্লাহ্র নিকটে বলতে না পারে যে, আমরা দাওয়াত দেইনি।

(৭) মাসিক ও বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা :

(ক) **মাসিক তাবলীগী ইজতেমা :** এলাকা ও যেলা সংগঠন নিয়মিত মাসিক তাবলীগী ইজতেমা করবে। মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে আছর থেকে এশা

অথবা ফজর পর্যন্ত সময়ের জন্যে সম্পূর্ণ নিজ খরচে এ তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করতে হবে। ইজতেমা প্রশিক্ষণমূলক হবে। সকলের বোধগম্য ভাষায় সহজ-সরলভাবে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও বুনিয়াদী বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করতে হবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হালাল-হারাম ও প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল খুব যত্নের সাথে শিক্ষা দিতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' এবং 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' নিয়মিত পাঠ্য থাকবে। খানা-পিনা, চলা-ফেরা, পেশাব-পায়খানা, নিদ্রা ও নৈশ ইবাদত সবকিছুই ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হবে। পরস্পরের সেবা ও সহমর্মিতায় ইজতেমাকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করতে হবে।

(খ) **বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা :** এলাকা বা উপযেলা এবং যেলা সংগঠন বছরে একবার বার্ষিক ইজতেমার আয়োজন করবে। প্রসিদ্ধ কোন স্থানের কোন উন্মুক্ত ময়দানে ইজতেমা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে বাহির থেকে ভাল বক্তা আনা যেতে পারে। যিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। তবে বক্তা নির্বাচনে উর্ধ্বতন সংগঠনের পরামর্শ নিতে হবে। ইজতেমার আগে বা পরে উর্ধ্বতন সংগঠনের সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধি দায়িত্বশীল কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করবেন। উক্ত বৈঠকে সংগঠনের সর্বস্তরের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত থাকবেন। সেখানে আন্দোলনের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হবে। অতঃপর তিনি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করবেন।

(গ) **কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা :**

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে 'আমীরে জামা'আত'-এর সভাপতিত্বে দু'দিন ব্যাপী বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা হবে। যেখানে 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও 'মহিলা সংস্থা'র সকল স্তরের কর্মী, উপদেষ্টা ও সুধী অবশ্যই উপস্থিত হবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমমনা ভাই-বোনদেরকে ইজতেমায় নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেকে সচেষ্ট হবেন। এই ইজতেমা 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রে অথবা রাজধানী শহরে কিংবা সুবিধামত কোন স্থানে হবে। এতে দেশ ও বিদেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বানদের দাওয়াত দিতে হবে। এর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রকে গ্রহণ করতে হবে। এই ইজতেমাকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াত দেশব্যাপী এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের এই বিশাল অনুষ্ঠানকে পরকালীন পাথেয় হাছিলের এবং বিপুল নেকী অর্জনের অসীলা হিসাবে সানন্দে বরণ করে নিতে হবে। ইজতেমা ময়দানে পূর্ণ ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য ও আখেরাতমুখী পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

(৮) জুম'আর খুৎবা প্রদান করা :

(ক) প্রথমে এলাকার সমস্যাবলী জেনে নিবেন। অতঃপর সতর্কতার সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সংক্ষিপ্ত খুৎবা দিবেন। মানুষকে আখেরাতমুখী করা এবং স্ব স্ব আমল সমূহকে ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিশুদ্ধ করে নেবার প্রতি এবং জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রতি মুছল্লীদের উদ্বুদ্ধ করবেন। অতঃপর ছালাত শেষে মুছল্লীদের নিকট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে সংগঠনের দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে।

(খ) দরসে কুরআন ও খুৎবার জন্য সূরা আছর, সূরা বাক্বারাহ ২/২১৩, সূরা আলে ইমরান ৩/১৯, ৮৫ ও ১৩২-৩৩, সূরা নিসা ৪/৫৯ ও ৬৫, সূরা মায়েদাহ ৫/৩ (আল-ইয়াওমা...), সূরা ইউসুফ ১২/১০৮, সূরা নাহল ১৬/৬৪, বনী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪ ও ৭০-৭২, সূরা কাহফ ১৮/২৯, ৪৯ ও ১১০, সূরা ত্বোয়াহা ২০/১২৪-২৬ ও ১৩১-৩২, সূরা হজ্জ ২২/২৩-২৪, সূরা ফুরক্বান ২৫/২৭-৩০, সূরা আহযাব ৩৩/২১, ৩৬ ও ৬৬-৬৭, সূরা যারিয়াত ৫১/৫৬-৫৮, সূরা হাদীদ ৫৭/২০-২১, সূরা হাশর ৫৯/৭, সূরা ছফ ৬১/১০-১৩, সূরা তাহরীম ৬৬/৬ আয়াত এবং অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আয়াত সমূহ বাছাই করবেন। এজন্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত জুম'আর খুৎবা ও বক্তৃতা সমূহের সিডি, পত্রিকা ও বইসমূহ অনুসরণ করবেন।

(৯) কর্মী সম্মেলন, সেমিনার ও ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা :

'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' স্ব স্ব উদ্যোগে বার্ষিক কর্মী সম্মেলন করবে। সেখানে সর্বস্তরের দায়িত্বশীল কর্মী ও সুধীগণ যোগদান করবেন। এতদ্ব্যতীত বছরের যেকোন সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে 'আন্দোলন' অথবা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে 'সুধী সমাবেশ' ও 'ওয়ায মাহফিলে'র আয়োজন করা যাবে।

সেমিনার বা সিম্পোজিয়াম : সুধী মহলে 'আন্দোলন'-এর দাওয়াত পৌঁছানোর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সেমিনারে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন দিকের উপর একাধিক বক্তা লিখিত প্রবন্ধ অথবা বক্তৃতা পেশ করবেন। যাতে সুধীগণ

বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারেন। এজন্য চিন্তাশীল ও সুযোগ্য বক্তা প্রয়োজন। সেমিনারের বিষয় নির্বাচনী কমিটি সেমিনারের কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বে প্রবন্ধ জমা নেবেন।

সেমিনারে এক বা একাধিক অধিবেশন থাকবে। প্রতিটি অধিবেশনে 'আন্দোলন' বা 'যুবসংঘে'র নেতৃস্থানীয় কোন দায়িত্বশীল সভাপতিত্ব করবেন। তবে সমমনা ও সহানুভূতিশীল কোন ইসলামী প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সভাপতি করা যেতে পারে। সেমিনারের জন্য রাজধানী, যেলা বা উপযেলা শহরের সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কোন হল বা মিলনায়তন রিজার্ভ করতে হবে এবং শহরের গণ্যমান্য সুধী ব্যক্তিদের আলাদা চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে। দারুল ইমারতের অনুমতি ব্যতীত কোন পর্যায়ে কোন সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে না। অনুমোদনের জন্য সেমিনারের বিষয়বস্তু ও অনুষ্ঠানসূচী অন্ততঃ এক মাস পূর্বে কেন্দ্রে পাঠাতে হবে এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কেন্দ্রকে পূর্ণভাবে অবহিত করতে হবে।

ওয়ায মাহফিল : সর্বসাধারণের নিকট 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এই মাহফিলের আয়োজন করা যাবে। যেখানে সংগঠনের বক্তাগণ থাকবেন। প্রয়োজনে সমমনা কোন আহলেহাদীছ বক্তাকে আমন্ত্রণ করা যাবে।

(১০) সংগঠনের বই, পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা :

দাওয়াতী কাজের জন্য এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং আক্বীদা ও আদর্শের প্রচার ও প্রসারের জন্য মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সাথে সাথে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগসমূহের মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। বর্তমানে মাসিক 'আত-তাহরীক' ও 'তাওহীদের ডাক' সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে কাজ করছে। এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা, স্মরণিকা বা সাময়িকীসহ বিভিন্ন প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে ইতিমধ্যেই সুধীজনের নিকট নির্ভরযোগ্য প্রকাশনা সংস্থা হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। এখান থেকে প্রকাশিত বই ও অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রত্যেক কর্মীর জন্য পরকালীন পাথেয় হাছিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

সামষ্টিক পাঠ, চা-চক্র ইত্যাদি :

সামষ্টিক পাঠ : সামষ্টিক পাঠের অর্থ হ'ল- একটি বই বা বইয়ের অংশবিশেষ উপস্থিত সকলে মিলে পাঠ করা। প্রত্যেকেই দু'এক পৃষ্ঠা করে পড়বেন এবং পড়া শেষে পরিচালক সকলের নিকট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পঠিত বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন ও বিষয়বস্তুটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন। কমপক্ষে পাঁচ জনে এক একটি গ্রুপে ভাগ হয়ে পৃথক পৃথক পরিচালকের মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। সামষ্টিক পাঠ উর্ধ্বপক্ষে এক ঘণ্টা চলবে। সামষ্টিক পাঠে 'সংগঠন' ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই, পত্রিকা ও প্রচারপত্র সমূহ থাকবে।

চা-চক্র : আন্তরিকভাবে নিরিবিলি ও শান্ত পরিবেশে বিভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতির মানুষকে আন্দোলনের দাওয়াত দেয়ার একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম হ'ল চা-চক্র। সংক্ষিপ্ত আপ্যায়ন ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে, তাতে আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী হয়।

পোষ্টারিং, বুকলেট, পরিচিতি ও সাময়িকী বিতরণ : সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময়ে পোষ্টারিং করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত বই, বিজ্ঞাপন, স াময়িকী ও বুকলেট সমূহ বিতরণ করা, নেতৃবৃন্দের ভাষণ সমূহ সিডি ও মোবাইলের মাধ্যমে প্রচার করা, বিশেষ করে তাবলীগী সফরে দাওয়াতী কাজের সময় গণ্যমান্য সুধীজনের নিকট কেন্দ্র হ'তে প্রকাশিত 'পরিচিতি' ও প্রচারপত্র সমূহ পৌঁছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অধঃস্তন শাখাগুলি এসব ছেপে বিলি করতে চাইলে পূর্বেই কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হবে।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী

তানযীম বা সংগঠন :

এ দফার করণীয় হ'ল, যে সকল মানুষ আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজে যথার্থরূপে ইসলামী বিধান কায়েমে প্রস্তুত হন, তাদেরকে অত্র 'ইমারত'-এর অধীনে সংঘবদ্ধ করা।

*** প্রাথমিক সদস্য সৃষ্টির পদ্ধতি :**

নিজ পরিবারের সদস্য মণ্ডলী, সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদেরকে সময়, পরিবেশ ও মেযাজ বুঝে প্রথমে দাওয়াত দিতে হবে। তাদেরকে মানুষের জন্ম-মৃত্যু রহস্য, নিজেদের অসহায়ত্ব এবং সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা

হিসাবে আল্লাহ্র একত্ব তথা তাওহীদের মর্মার্থ বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্র সর্বশেষ বাণীবাহক হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর পদাংক অনুসরণের গুরুত্ব এবং আখেরাতে জওয়াবদিহিতার কথা স্বরণ করাতে হবে এবং তাদের মধ্যে পরকালে কৈফিয়ত দানের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। এ সময় তাকে পড়ার জন্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত ছহীহ আক্বীদার বই, পত্রিকা ও প্রকাশনা সমূহ সরবরাহ করতে হবে। ব্যক্তির রুচি অনুযায়ী বই দিতে হবে। পরিচিতি, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? প্রাথমিক বই হিসাবে গণ্য হবে। এরপর 'আক্বীদা ইসলামিইয়াহ' 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' 'তিনটি মতবাদ' 'ইক্বামতে দ্বীন; পথ ও পদ্ধতি' 'জীবন দর্শন' 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' প্রভৃতি বই সরবরাহ করবেন। মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর গ্রাহক করবেন। মাঝে-মধ্যে তার সাথে বই ও পত্রিকার বিষয়বস্তুর উপরে আলোচনা করবেন। তার কোন প্রশ্ন থাকলে জবাব দিবেন। আলোচনায় সর্বদা হাসিমুখ বজায় রাখবেন এবং যাতে বন্ধুর মধ্যে কোনরূপ বিরক্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। পরিশেষে তাকে ইমারত ও বায়'আত ভিত্তিক জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাবেন এবং সংগঠনে যোগদানে উৎসাহিত করবেন। এভাবে বুঝে-সুঝে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলে তাকে 'প্রাথমিক সদস্য ফরম' পূরণ করার জন্য বলবেন।

প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা :

(ক) যিনি নিয়মিত ছালাত আদায় করেন (খ) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে বিনাশর্তে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেন (গ) নির্ধারিত 'সিলেবাস' অধ্যয়নে রাযী থাকেন (ঘ) 'প্রাথমিক সদস্য ফরম' পূরণ করেন ও সংগঠনের নির্দেশ পালনে প্রস্তুত থাকেন।

উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' নামে পৃথক সদস্যা ফরম থাকবে।

প্রাথমিক সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করবেন। (খ) কমপক্ষে ২টি আয়াত ও ১টি হাদীছ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করবেন (গ) কমপক্ষে ৫ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই/ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করবেন।

২. রামাযানে এক খতমসহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করবেন। প্রথম এক বছরে অর্থসহ সূরা ফাতিহা হ'তে 'আলাক্ব পর্যন্ত

২০টি সূরা, সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দু'টি আয়াত ও সূরা ছফ এবং কমপক্ষে ৫টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করবেন।

৩. নিয়মিত মাসিক এয়ানত দিবেন।

৪. ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল' ফাণ্ডে জমা দিবেন। এতদ্ব্যতীত সাংগঠনিক বৈঠকের শুরুতে 'বৈঠকী দান'-এর অভ্যাস গড়ে তুলবেন। 'ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হবেন এবং যিলহাজ্জ ও রামাযান মাসের বিশেষ ও এককালীন দান কেন্দ্রে পাঠাবেন।

৫. প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ জনকে 'সমর্থক' বানাবেন ও ৩ জনকে আত-তাহরীকের গ্রাহক করবেন।

৬. (ক) নিজ শাখা/মহল্লার মসজিদে দৈনিক অর্থসহ ১টি করে হাদীছ শুনাবেন/ব্যবস্থা করবেন/শরীক হবেন। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দিবেন। (গ) এলাকা/যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করবেন এবং তাবলীগী সফরে গমন করবেন। (ঘ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করবেন।

সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা :

যে সকল 'প্রাথমিক সদস্য' (ক) সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সাথে সচেতনভাবে একমত হন (খ) যিনি সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেন এবং অন্য কোন আদর্শিক সংগঠনের সাথে কোনরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক রাখেন না (গ) যিনি যাবতীয় হারাম ও কবীরা গোনাহ হ'তে বিরত থাকেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন (ঘ) যিনি নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর 'মজলিসে আমেলা'র অনুমোদন লাভ করেন এবং আমীরে জামা'আতের নিকট শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যা স্তরে মান উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সমূহ :

(১) সর্বদা আখেরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন (২) আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করবেন (৩) সংগঠনের জন্য জান-মাল ও সময়ের কুরবানী দিতে

উদ্বুদ্ধ করবেন (৪) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' ও 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' বই দু'টি বারবার পড়াবেন ও পর্যালোচনা করবেন (৫) পরিকল্পনা মোতাবেক সিলেবাসের বইসমূহ পড়াবেন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবেন (৬) মাঝে-মধ্যে ছোট-খাট সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়ে তাকে ক্রমে গড়ে তুলবেন (৭) তাবলীগী সফরে নিয়ে যাবেন এবং এভাবে আন্দোলনের কাজে সময় ও শ্রম দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন (৮) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করাবেন (৯) আল্লাহ্র পথে টিকে থাকার জন্য আল্লাহ্র নামে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ তথা ইমারত ও বায়'আত ব্যতীত যে সম্ভব নয়, সেটা বুঝাবেন। সবশেষে (১০) মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাবেন। প্রয়োজনে একাধিকবার পরীক্ষায় অংশ নিবেন। আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে উন্নত কর্মী হওয়ার জন্য নিজেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসা উচিৎ।

সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করবেন। (খ) কমপক্ষে ৩টি আয়াত ও ১টি হাদীছ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করবেন (গ) দৈনিক কমপক্ষে ১০ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই/ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করবেন।

২. রামাযানে এক খতমসহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করবেন। প্রথম এক বছরে তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা শেষ করবেন। এছাড়া 'আম্মা পারা, সূরা ইয়াসীন, ওয়াক্বি'আহ, সাজদাহ, দাহ্র, মুল্ক, নূহ, জুম'আ ও মুনাফিকূন এবং কমপক্ষে ১০টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করবেন।

৩. নিয়মিত মাসিক এয়ানত দিবেন।

৪. ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল' ফাণ্ডে জমা দিবেন। এতদ্ব্যতীত সাংগঠনিক বৈঠকের শুরুতে 'বৈঠকী দান'-এর অভ্যাস গড়ে তুলবেন। 'ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হবেন এবং যিলহাজ্জ ও রামাযান মাসের বিশেষ ও এককালীন দান কেন্দ্রে পাঠাবেন।

৫. প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ জনকে প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা করবেন ও দু'মাসে ১ জনকে **সাধারণ পরিষদ** সদস্য/সদস্যা হিসাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবেন। এছাড়া মাসে অন্ততঃ ৫ জনকে আত-তাহরীকের গ্রাহক করবেন।

৬. (ক) নিজ শাখা/মহল্লার মসজিদে দৈনিক অর্থসহ ১টি করে হাদীছ শুনাবেন/ব্যবস্থা করবেন/শরীক হবেন। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দিবেন। (গ) এলাকা/যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করবেন এবং তাবলীগী সফরে গমন করবেন। (ঘ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করবেন।

৭. সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করবেন।

৮. নিয়মিতভাবে 'ইহতিসাব' রাখবেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা :

যে সকল 'সাধারণ পরিষদ সদস্য' (ক) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন (খ) যিনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত তথা তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, ইত্তেবা ও তাক্বলীদ, প্রচলিত রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন (গ) যিনি 'আন্দোলন'কে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বদা জান ও মালের কুরবানী দিয়ে থাকেন (ঘ) যিনি নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর 'মজলিসে আমেলা'র অনুমোদন লাভ করেন এবং আমীরে জামা'আতের নিকট শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা স্তরে মান উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সমূহ :

একজন সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যা-কে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য তার আল্লাহভীরুতা, সংগঠনের জন্য ত্যাগ এবং সাংগঠনিক আনুগত্য ও নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলার বিষয়টি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অতঃপর সর্বতোভাবে যোগ্য বিবেচিত হ'লে তাকে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করাতে হবে। অতঃপর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে হবে।

'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা'গণ আন্দোলনের মূল স্তম্ভ হিসাবে গণ্য হবেন। সেকারণ লিখিত দায়িত্বসমূহ পালনের সাথে সাথে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদেরকে অনেক অলিখিত দায়িত্ব পালন করতে হয়। 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য'গণ হবেন ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় ধৈর্য ও ত্যাগের বাস্তব দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তার সকল কর্ম দেখছেন এই ভয়ে তারা যেমন থাকবেন সদা

কম্পবান, তেমনি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাতের অতুলনীয় পুরস্কার লাভের আশায় থাকবেন সদা কর্মচঞ্চল। তাদের জীবন হবে সুশৃংখল ও সংযত। ঈমানী শক্তিতে তারা থাকবেন সদা বলীয়ান। শিরক ও বিদ'আত থেকে থাকবেন সদা বিরত। তাদের অনুপম চরিত্র মাধুর্য, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কঠোর আদর্শ নিষ্ঠা হবে অন্যের জন্য ঈর্ষণীয় ও অনুকরণীয়। যা মানুষের হৃদয়কে আল্লাহ্‌র পথে আকর্ষণ করবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করবেন। (খ) কমপক্ষে ৫টি আয়াত ও ২টি হাদীছ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করবেন (গ) দৈনিক কমপক্ষে ১০পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই/ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করবেন।

২. রামাযানে এক খতমসহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করবেন। পবিত্র কুরআনের ১ম পারা সহ সূরা হুজুরাত, ক্বাফ, লোকমান এবং কমপক্ষে ১০টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করবেন।

৩. নিয়মিতভাবে মাসিক এয়ানত দিবেন।

৪. ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল' ফাণ্ডে জমা দিবেন। এতদ্ব্যতীত সাংগঠনিক বৈঠকের শুরুতে 'বৈঠকী দান'-এর অভ্যাস গড়ে তুলবেন। 'ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হবেন এবং যিলহাজ্জ ও রামাযান মাসের বিশেষ ও এককালীন দান কেন্দ্রে পাঠাবেন।

৫. প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩ জনকে প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা করবেন ও দু'মাসে ১ জনকে **কেন্দ্রীয় পরিষদ** সদস্য/সদস্যা হিসাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবেন। এছাড়া মাসে অন্ততঃ ৬ জনকে আত-তাহরীকের গ্রাহক অথবা ১ জনকে ১০ কপির এজেন্ট করবেন।

৬. (ক) নিজ শাখা/মহল্লার মসজিদে দৈনিক অর্থসহ ১টি করে হাদীছ শুনাবেন/ব্যবস্থা করবেন/শরীক হবেন। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দিবেন। (গ) এলাকা/যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করবেন এবং তাবলীগী সফরে গমন করবেন। (ঘ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করবেন।

৭. সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করবেন।

৮. নিয়মিতভাবে 'ইহতিসাব' রাখবেন।

বৈঠক সমূহ পরিচালনা পদ্ধতি :

(১) দরসে কুরআন/হাদীছ।

(২) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক বিগত মাসের রিপোর্ট পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

(৩) অন্যান্য সম্পাদকদের বিভাগীয় রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা।

(৪) ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশ পালনে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৫) আগামী মাসের পরিকল্পনা অনুমোদন।

(৬) সার্বিক রিপোর্ট অনুমোদনের পর তা ঊর্ধ্বতন সংগঠনে প্রেরণ।

(৭) সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। অতঃপর বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠ।

তৃতীয় দফা কর্মসূচী

তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ :

এ দফার করণীয় হ'ল, সংগঠনের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধ জনশক্তিকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা এবং ধর্মের নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামকে বিজয়ী করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী তৈরীর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রকৃত প্রস্তাবে এখান থেকেই আমাদের কাজ শুরু। যে সব ভাই-বোন আমাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে আমাদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হলেন, তাদেরকে উপযুক্ত ট্রেনিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত দাঈ ইলাল্লাহ এবং মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তোলা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। মোট কথা এই দফার সঠিক বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করে আন্দোলনের সফলতা এবং এর উপরই নির্ভর করে সাংগঠনিক মযবুতী ও যোগ্য নেতা ও কর্মী সৃষ্টি।

*** এ দফার করণীয় :**

(১) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্য পাঠ।

(২) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' পাঠাগার স্থাপন ও 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' গঠন।

(৩) তাবলীগী সফরে গমন ও তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান।

(৪) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ।

(৫) লেখক, সাহিত্যিক, বক্তা ও মুনাযির সৃষ্টি।

(৬) নফল ইবাদত।

(৭) শিক্ষা সফর।

(৮) আল্লাহ্র পথে গোপন ব্যয় ও বৈঠকী দানের অনুশীলন।

(৯) আল্লাহ্র পথে সমাজ সেবার জাযবা সৃষ্টি করা।

(১০) নিয়মিতভাবে 'ইহতিসাব' রাখা।

প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ

(১) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্য পাঠ : সংগঠনের নির্ধারিত সিলেবাস পঠন ও পাঠন সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য একান্ত আবশ্যক। কাজেই 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত সাহিত্য নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে এবং অপরকে তা পাঠে উৎসাহিত করতে হবে। কেননা বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনই বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষা এবং বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই, পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে খরীদ ও বিতরণ করবেন। মৃত নিকটাত্মীয়দের নামে এগুলি ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ প্রদান করবেন। বন্ধু মহলে হাদিয়া দিবেন। নিজেদের লেখনীর ক্ষেত্রে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন'-এর বানান রীতি অনুসরণ করবেন। ভাষায় যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতের প্রতি ইঙ্গিতবাহী শব্দ ও বর্ণসমূহ পরিহার করবেন।

(২) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' স্থাপন : প্রতিটি শাখায় একটি করে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' থাকবে। যেখানে একটি আলমারী এবং একটি পাঠাগার রেজিষ্টার থাকবে। যাতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' ... শাখা নামে মুদ্রিত সীল ও প্যাড থাকবে। ক্রয়কৃত বই সমূহে বইয়ের নম্বর সহ উক্ত সীল ও তারিখ থাকবে। বই ক্রয় রেজিষ্টার ও বিতরণ রেজিষ্টার পৃথক থাকবে। বিতরণ রেজিষ্টারে বইয়ের নাম, গ্রহীতার নাম, তারিখ ও স্বাক্ষর থাকবে। বই ফেরৎ দানের তারিখ ও স্বাক্ষর থাকবে। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক দ্বয় যথাক্রমে সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা পাঠাগারের জন্য ক্রয়কৃত, পাঠাগার থেকে ইস্যুকৃত ও পঠিত বই সমূহের হিসাব রাখবেন এবং পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। সংগঠনের

পরিচালিত বা প্রভাবিত মসজিদেও অত্র পাঠাগার থাকতে পারে। পাঠাগারের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে একটি বই, সিডি ও হাদীছ ফাউণ্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা সমূহের বিক্রয় কেন্দ্র থাকতে পারে। তবে বিক্রয় কেন্দ্র মসজিদের বাইরে থাকতে হবে। প্রতি মাসিক বৈঠকে সবকিছুর হিসাব 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদ-এর নিকট পেশ করতে হবে এবং সেখান থেকে পরবর্তী মাসের জন্য পাঠাগার সম্পাদক কর্তৃক পেশকৃত বই ক্রয়ের তালিকা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

পাঠকের যোগ্যতা ও রুচি বুঝে তাকে বই দিতে হবে। সাধারণতঃ এক সপ্তাহের মেয়াদে বই দিবেন। বাড়াতে চাইলে পরের সপ্তাহে পুনরায় স্বাক্ষরের মাধ্যমে মেয়াদ বাড়াবেন। পাঠক কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তা যাচাইয়ের জন্য পাঠাগারের উদ্যোগে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' গঠন করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ শুক্রবারে 'পাঠক সম্মেলন' করা আবশ্যক। 'মহিলা সংস্থা' তাদের নিজস্ব পরিবেশে 'পাঠিকা সম্মেলন' করতে পারেন। পর্দার ব্যবস্থা থাকলে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম'-এর সম্মেলনেও যোগদান করতে পারেন। যেখানে পাঠকগণ স্ব স্ব পঠিত বইয়ের উপর আলোচনা করবেন। সেখান থেকে আহরিত জ্ঞান ও বইয়ের সাহিত্যিক মান ইত্যাদি বিষয়ে তারা বক্তব্য রাখবেন। পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেরা পাঠাগারের জন্য বই খরীদ করে দান করতে পারেন।

(৩) তাবলীগী সফরে গমন ও তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান : এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই সফরে একজন কর্মী সংসারের ঝামেলা মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠ মনে কিছু শিখবার সুযোগ পান। এখানে তিনি ইসলামী আদব-কায়দার বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করেন। 'সামষ্টিক পাঠে'র মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বক্তৃতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। নফল ইবাদত, অর্থসহ দো'আ-দরূদ শিক্ষা, তাসবীহ তেলাওয়াত ও বিশেষ করে তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলার ফলে তার চেতনার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে। এ বিষয়ে 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' থেকে রাসূল (ছাঃ)–এর ও ছাহাবায়ে কেরামের কষ্টকর জীবন এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন থিসিস' থেকে বিভিন্ন আহলেহাদীছ নেতা-কর্মীদের ত্যাগ ও তাবলীগী তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(৪) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ : এক বা একাধিক শাখার কর্মীগণ মিলিতভাবে কমপক্ষে প্রতি তিন মাস অন্তর একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করবেন। এতে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রয়োজনবোধে ঊর্ধ্বতন সংগঠন থেকে কোন প্রতিনিধিকে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। তবে সেজন্য অন্ততঃ একমাস আগে যোগাযোগ করতে হবে। সফরের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিকে বহন করতে হবে।

*** প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী :**

(ক) প্রথম দিন বাদ আছর হ'তে পরদিন এশা পর্যন্ত অথবা সকলের সুবিধানুযায়ী অন্যূন ত্রিশ ঘণ্টা মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ চলবে।

(খ) প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে পরিচালকের অনুমতি ব্যতীত কেউ বাইরে যাবেন না।

(গ) খাওয়া-দাওয়া, নাশতা-ঘুম সবই একত্রে এবং সময়সূচী মোতাবেক হবে। কেননা এটাও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

(ঘ) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কর্মী অবশ্যই খাতা-কলম সঙ্গে রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় নোট করে নিবেন।

(ঙ) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন ও অন্যান্য কর্মসূচী মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠকে গৃহীত হবে এবং অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে তা সংশ্লিষ্ট সকল শাখার কর্মীদের জানিয়ে দিবেন।

(চ) শাখা/এলাকা/উপযেলা/যেলা ও কেন্দ্রীয় সভাপতি স্ব স্ব পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের সভাপতি থাকবেন। তবে বিশেষ বিবেচনায় কোন যোগ্য 'উপদেষ্টা'কে উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি করা যাবে।

*** প্রশিক্ষণ সূচী নিম্নরূপ হবে-**

(১) দরসে কুরআন (২) দরসে হাদীছ (৩) পারস্পরিক পরিচিতি (৪) আক্বীদা সংক্রান্ত বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ (আক্বীদার বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ নির্বাচন করবেন) (৫) বক্তৃতা শিক্ষা ক্লাস (৬) সংগঠন শিক্ষা ক্লাস (৭) মাসআলা শিক্ষা ক্লাস (৮) সাহিত্যের আসর (৯) বিতর্ক সভা (নিছক জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) (১০) সামষ্টিক পাঠ (১১) নির্ধারিত বক্তৃতা (১২)

উপস্থিত বক্তৃতা (১৩) তাহাজ্জুদ ছালাত (১৪) সভাপতির ভাষণ ও বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠ।

প্রত্যেকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

(১) দরসে কুরআন : সময়োপযোগী ও আন্দোলনমূলক আয়াতসমূহ থেকে ঊর্ধ্বপক্ষে ৩০ মিনিটের জন্য এ দরস চলবে।

(২) দরসে হাদীছ : উপরোক্ত মর্মে অনুরূপ সময়সীমার মধ্যে দরসে হাদীছ পেশ করতে হবে। এজন্য জুম'আর খুৎবার জন্য বাছাইকৃত আয়াতগুলি এবং আত-তাহরীকে প্রকাশিত দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছ গুলি পাঠ করুন।

(৩) পারস্পরিক পরিচিতি : সংগঠনের জন্য এক বিশেষ যরূরী দিক। একজন পরিচালকের মাধ্যমে এ পর্বটি পরিচালিত হবে। এখানে প্রথমে সালাম দিয়ে দাঁড়াবেন। অতঃপর নিজের নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, সাংগঠনিক মান, সাংগঠনিক দায়িত্ব (যদি থাকে) বর্ণনা করবেন।

(৪) আক্বীদা সংক্রান্ত বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ : মৌলিক আক্বীদা বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান অতীব যরূরী বিষয়। 'আন্দোলন' গঠনতন্ত্রের ধারা-৫ (২)-য়ে বর্ণিত জাতীয় ও বিজাতীয় জাহেলী মতবাদ সমূহের উপর নির্ধারিত প্রশিক্ষক নির্ধারিত বিষয়ে কর্মীদেরকে প্রথমে সংক্ষিপ্ত নোট প্রদান করবেন। অতঃপর সেগুলি কর্মীদের মুখস্থ করাবেন ও বুঝিয়ে বিষয়টি হযম করিয়ে দিবেন।

(৫) বক্তৃতা শিক্ষা ক্লাস : এ জন্য একজন যোগ্য পরিচালক আবশ্যক, যিনি বক্তৃতা বিষয়ে মোটামুটি দক্ষ। পরিচালক প্রশিক্ষণার্থীকে বক্তৃতার পদ্ধতি বিষয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন। নির্ধারিত বক্তৃতা হ'লে শুরুতে বক্তা পরিচালকের নিকট থেকে বিষয়বস্তু লিখিত কাগজটি হাতে নিবেন। আর উপস্থিত বক্তৃতা হ'লে পরিচালক একটি কৌটার মধ্যে বিষয়বস্তু সমূহ লিখিত মণ্ডাকার কাগজগুলি রাখবেন। এরপর কৌটাটি ভাল করে ঝাঁকিয়ে দিবেন। এরপর সেখান থেকে বক্তা যেকোন একটি কাগজ উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর তিনি সকলের উদ্দেশ্যে সালাম দিয়ে বলবেন, *মাননীয় পরিচালক, বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী ও সম্মানিত সুধীমণ্ডলী! আজকে আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হ'ল.....*।

(ক) নির্ধারিত বক্তৃতা : নির্ধারিত বক্তৃতার বিষয়বস্তু ঊর্ধ্বপক্ষে তিনটি হবে। যেমন তাওহীদের প্রকারভেদ, শিরকের প্রকারভেদ, বিদ'আতের ব্যাখ্যা, তাক্বলীদ ও ইত্তেবা, আহলেহাদীছ-এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, 'আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, পাঁচ দফা মূলনীতি, চার দফা কর্মসূচী, তিনটি সংস্কার, 'আমরা কি চাই কেন চাই কিভাবে চাই' ইত্যাদি। এ জন্য কর্মীদের মধ্য হ'তে নির্দিষ্ট সংখ্যক বক্তা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের পূর্বেই পরিচালকের নিকট তাদের নাম জমা দিবেন। বক্তার সংখ্যা বেশী হ'লে কয়েকজন গ্রুপ লীডারের অধীনে একাধিক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এই ক্লাস চলতে পারে। লিখিত বক্তৃতা চলবেনা এবং বক্তৃতার সময়সীমা ৫ মিনিটের ঊর্ধ্বে হবে না। সময় শেষ হবার ৩০ সেকেণ্ড পূর্বে পরিচালক বক্তাকে সংকেত দিবেন। সর্বশেষ সংকেত পাওয়ার সাথে সাথেই বক্তৃতা শেষ করতে হবে। তিনজন বিচারক থাকবেন এবং তারা নম্বর দিবেন ও শেষে ফলাফল প্রকাশ করবেন।

(খ) উপস্থিত বক্তৃতা : উপস্থিত বক্তৃতার জন্য বক্তৃতা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ আধা ঘণ্টা পূর্বে পরিচালকের নিকট নাম দিতে হবে। পূর্বোক্ত নিয়মেই বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। তবে উপস্থিত বক্তৃতার বিষয়বস্তু মাত্র একটি হবে এবং তার সময়সীমা হবে ৩ মিনিট। তিনজন বিচারক থাকবেন এবং তারা নম্বর দিবেন ও শেষে ফলাফল প্রকাশ করবেন।

(৬) সংগঠন শিক্ষা ক্লাস : এই অনুষ্ঠানে সংগঠন সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন বক্তা সংগঠনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে বক্তৃতা করবেন। অতঃপর উপস্থিত কর্মীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পরিচালক তাদের সাংগঠনিক জ্ঞান যাচাই করবেন এবং গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

(৭) মাসআলা শিক্ষা ক্লাস : সাধারণতঃ বাদ এশা এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে মাসিক আত-তাহরীকের যেকোন একটি সংখ্যার 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ থেকে অনধিক ১০টি প্রশ্নোত্তর পড়ে শুনাবেন ও বুঝিয়ে দিবেন। অতঃপর কর্মীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিবেন। সেই সাথে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' থেকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি দো'আ সমস্বরে পড়িয়ে দিবেন।

(৮) সাহিত্যের আসর : সকালে নাশতার পরে বা অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে এই আসর বসবে। এর উদ্দেশ্য হ'ল দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে যেসব জাহেলিয়াত বিরাজ করছে, সেগুলির বিষয়ে কর্মীদের সজাগ করা এবং তার বিপরীতে বিশুদ্ধ ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরা। বিভিন্ন বাতিল আদর্শের অনুসারী লোকেরা সাহিত্যের মাধ্যমে অতি সুকৌশলে তাদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে দেশের যুব-চরিত্র ধ্বংস করার জন্য এবং তাদেরকে সমাজ গঠন ও উন্নয়ন চিন্তা হ'তে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য নানা কুরুচিকর যৌন সাহিত্য ও মারদাঙ্গা উপন্যাসে দেশ ভরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এমন সব বাজে গান-কবিতা পরিবেশন করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী নৈতিকতার বিরোধী। সেই সাথে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে বুলেট ও বোমাবাজীর মাধ্যমে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে সাহিত্যের মাধ্যমে তরুণদের পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে। অথচ ইসলামে যেমন শৈথিল্যবাদের অবকাশ নেই, তেমনি জঙ্গীবাদেরও অবকাশ নেই।

সংগঠনের 'সাহিত্যের আসরে' উক্ত সকল বিষয়ে কর্মীদেরকে হুঁশিয়ার করে তুলতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শব্দাবলী পরিহার করতে হবে। যেমন 'সৃষ্টিকর্তা বা উপরওয়ালার দয়ায় ভাল আছি' না বলে 'আল্লাহ্র রহমতে ভাল আছি' বলতে হবে। 'ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন' না বলে 'আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুন, সুস্থ রাখুন' বলতে হবে। এ পৃথিবী ব্রহ্মার অণ্ড বা ডিম নয়। সে কারণ 'আল্লাহ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক' না বলে 'আল্লাহ জগত সমূহের প্রতিপালক' বলতে হবে। সেই সাথে 'খোদা' না বলে 'আল্লাহ' বলতে হবে। 'জলবায়ু বা জলরাশি' না বলে 'আবহাওয়া বা পানিরাশি' বলতে হবে। 'আংকেল' 'আন্টি' 'কাকা' 'কাকী' 'দাদা' না বলে মুসলমান ছেলেরা 'চাচাজী' 'চাচীমা' 'ভাই' বলবে। অনুরূপভাবে ইসলামী সাহিত্যের নামে যেভাবে শিরকী ও বিদ'আতী সাহিত্যের প্রসার ঘটানো হচ্ছে, সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন ঔকারের উদাহরণ দিতে গিয়ে যদি কেউ লেখেন, 'চলো চৌধুরী বাড়ীতে মৌলূদ শরীফ পড়তে যাই' তাহ'লে সেখানে আমরা লিখব 'চলো মৌলানা বাড়ীতে তৌহীদের ওয়ায শুনতে যাই'। এমনিভাবে ভক্তিমূলক গানের নামে বাউলগান, লালনগীতি, মুর্শেদী, মারেফতী, মাইজভাণ্ডারীসহ বিভিন্ন ছূফীবাদী গান-গযলের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহজ-সরল ভাষায় নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক কবিতা রচনা করতে হবে। যা পড়লে বা শুনলে পাঠক ও

শ্রোতার মনে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভক্তি এবং আখেরাতে জওয়াবদিহিতার দায়িত্বানুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে। উক্ত বিষয়ে কর্মীগণ 'আল-হেরা' সিডি, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত 'জীবন দর্শন', 'দিকদর্শন' প্রভৃতি বইগুলি এবং মাসিক আত-তাহরীক-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক 'দরস' ও অন্যান্য প্রবন্ধগুলি পাঠ করবেন।

ঊর্ধ্ব পক্ষে ৫০০ (পাঁচশত) শব্দের প্রবন্ধ, ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) শব্দের ছোট গল্প এবং কমবেশী ২০ লাইনের ইসলামী কবিতা লিখে 'সাহিত্য আসর'-এর এক সপ্তাহ পূর্বে পরিচালকের নিকট জমা দিবেন। পরে তা পরিচালকের নির্দেশ মোতাবেক লেখক নিজে আবৃত্তি করে শুনাবেন। ভাল রচনা ও ভাল আবৃত্তির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকতে পারে। নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র মুখপত্র বা সমমনা কোন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পরিচালকের সত্যায়নসহ পাঠানো যেতে পারে। তবে শাখার রেকর্ড ফাইলে অনুলিপি সংরক্ষণ করতে হবে।

(৯) বিতর্ক সভা ঃ কর্মীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে এটা একটি সুন্দর পন্থা। পক্ষে ও বিপক্ষে আকর্ষণীয় যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়গুলি বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। উভয় পক্ষে ৪/৫ জন করে বক্তা একটি বিতর্কে অংশ নিবেন। প্রত্যেকেই তিন মিনিট করে সময় পাবেন এবং দলনেতাদ্বয় দু'বারে মোট ছয় মিনিট করে সময় পাবেন। বিতর্ক সভায় একজন পরিচালক ও তিনজন করে বিচারক থাকবেন। প্রতি তিন মিনিট বিতর্কের জন্য মোট নম্বর থাকবে দশ। বিচারকগণ বিতর্কের বিষয়বস্তু নয় বরং বিতর্কের মান কার কতটুকু উন্নত, সেই হিসাবে নম্বর দিবেন। প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে বিচারকগণ আলাদা ভাবে নিজ নিজ ইচ্ছামত বক্তার নামের ডাইনে নম্বর দেবেন এবং বিতর্ক শেষে তাদের নম্বর সমূহ যোগ করে বিজয়ী পক্ষ এবং উভয় পক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিতর্ককারীর নাম ঘোষণা করবেন। এখানে পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকতে পারে।

বিতর্কসভা বিভিন্ন বিষয়ের উপর হ'তে পারে। যেমন- (১) তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিই হ'ল জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি (২) নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসই মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (৩) তাক্বলীদে শাখছী বিশুদ্ধ ইসলামী খেলাফত কায়েমে সবচেয়ে বড় অন্তরায় (৪) পবিত্র কুরআন ও

ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতিই হ'ল অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান (৫) আহলেহাদীছ আন্দোলন-ই একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন (৬) সকল প্রকারের বিদ'আতই গুমরাহী (৭) প্রচলিত ছালাত বনাম বিশুদ্ধ ছালাত (৮) প্রচলিত রাজনীতি বনাম ইসলামী রাজনীতি (৯) প্রচলিত সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি (১০) সাধারণ শিক্ষা বনাম ইসলামী শিক্ষা (১১) ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত রূপ (মাযহাবী বনাম হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষা) প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ছালাতের বিভিন্ন মাসায়েল-এর উপরেও বিতর্ক সভা হ'তে পারে। যেমন (ক) ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধা (খ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করা (গ) সূরা ফাতেহা পাঠ করা (ঘ) জেহরী ছালাতে সশব্দে আমীন বলা ইত্যাদি বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে। তাছাড়া দেশে প্রচলিত শিরক সমূহের উপর বিতর্ক হ'তে পারে। যেমন কবর পূজা, স্থান পূজা, ছবি ও প্রতিকৃতি পূজা, আগুন ও বেদী পূজা, তাযিয়া পূজা ইত্যাদি। এছাড়াও প্রসিদ্ধ বিদ'আত সমূহ যেমন- মীলাদ, ক্বিয়াম, কুলখানী, চেহলাম, দিবস ও বার্ষিকী পালন ইত্যাদি।

বিতর্কে অংশগ্রহণকারীগণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আগে থেকেই বই বা প্রবন্ধ পড়ে নিবেন এবং তা থেকে সংক্ষিপ্ত নোট হাতে রাখবেন। বিতর্কের সময় বক্তাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এর সামান্য ব্যতিক্রমে নম্বর কাটা যাবে।

(ক) কোন মতেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না। কেননা উত্তেজিত হ'লেই তিনি ব্যর্থ হবেন (খ) কথা যুক্তিপূর্ণ ও ভাষা মার্জিত হ'তে হবে (গ) শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথাটুকুই বলতে হবে ও যাবতীয় অহেতুক কথা পরিহার করতে হবে (ঘ) চালু ভাষা ব্যবহার করতে হবে (ঙ) পরিচালকের প্রথম হুঁশিয়ারী সংকেত পাবার পর বক্তব্যের উপসংহার এবং শেষ সংকেত পাবার সাথে সাথেই বক্তব্য শেষ করতে হবে।

বিতর্কের সময় এ মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, তর্কের খাতিরে তর্ক নয়, বরং শেখার উদ্দেশ্যে তর্ক করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যটুকুও জেনে রাখতে হবে যে, সুন্দর প্রকাশভঙ্গী না থাকার কারণে অনেক সময় শাশ্বত সত্য বিষয়ের পক্ষের বক্তারা বিতর্কে হেরে যান। তেমনি কেবলমাত্র আকর্ষণীয় উপস্থাপনা গুণেই বিপক্ষীয়রা তর্কে জিতে যান।

তাহাজ্জুদ ছালাত : ফজরের অন্ততঃ এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা যেতে পারে। এ বিষয়ে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর নির্দিষ্ট অধ্যায়ে নিয়ম-কানূন দেখে নিবেন। তাহাজ্জুদ শেষে আল্লাহ্র কাছে নিজ নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে তওবা করবেন এবং নীরব অশ্রু দিয়ে আকুতিভরা হৃদয়ে তাঁর রহমত ভিক্ষা করবেন। আর তাঁরই নিকটে সকল ফরিয়াদ পেশ করবেন।

সমাপ্তি পর্ব : এ অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের শ্রোতাগণ অংশগ্রহণ করতে পারেন। এতে পূর্ব নির্ধারিত যেকোন একটি বিষয়ে এক বা দু'জন মনোনীত বক্তা সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করতে পারবেন। এতে রাসূল (ছাঃ)-এর সমাজ সংস্কার নীতি, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের প্রয়োজনীয়তা, ফিরক্বা নাজিয়াহ, আহলেহাদীছ আন্দোলনের অপরিহার্যতা- ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা রাখা যেতে পারে। এভাবে অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণের শিক্ষা সমূহ আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের জন্য আল্লাহ্র নিকট তাওফীক কামনা করে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠ অন্তে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

ইহতিসাব সংরক্ষণ : এটি কর্মী তৈরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যে কর্মীর রিপোর্ট যত উন্নত হবে, তিনি তত উন্নত কর্মী হ'তে পারবেন। নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন কর্মী তার ঈমান-আমলের হ্রাস-বৃদ্ধি পরখ করতে পারে এবং ক্রমে নিজেকে সংশোধন করে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়।

প্রতি মাসিক কর্মপরিষদ বৈঠকে কর্মীগণ সংশ্লিষ্ট সভাপতিকে নিজ নিজ রিপোর্ট দেখাবেন। যারা লিখতে জানেন না, তারা মৌখিকভাবে এটা পেশ করবেন এবং সভাপতি তা নোট করে নিবেন। সভাপতি নিজ কর্মপরিষদের নিকট তাঁর রিপোর্ট পেশ করবেন। সভাপতি কর্মীদের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রত্যেকের রিপোর্ট বইতে আলাদা আলাদা মন্তব্য লিখবেন। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখবেন।

লেখক সংঘ তৈরী : তরুণদের প্রতিভা বিকাশের স্বার্থে সাহিত্যামোদী ভাইদের নিয়ে এলাকা বা যেলা ভিত্তিক স্বতন্ত্র 'লেখকসংঘ' গঠন করা যেতে পারে। এ লেখকসংঘের একজন পরিচালক থাকবেন। তিনি সংঘের অন্তর্ভুক্ত তরুণ লেখকদের সাহায্যে দেওয়াল পত্রিকা, সাময়িকী প্রভৃতি প্রকাশ করবেন। মাঝে

মধ্যে লেখকদের উদ্যোগে সাহিত্যের আসর বসবে। সেখানে বিভিন্ন সাহিত্যামোদী ব্যক্তিদের দাওয়াত দিতে হবে। তরুণ লেখকগণ এতে স্বরচিত কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করে শুনাবেন, এখানে পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলিতেও ভার্চুয়াল ইসলামী লেখকসংঘ তৈরী হ'তে পারে। লেখকসংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে, দেশে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করা।

রাত্রি জাগরণ : সহজ উপায়ে কর্মীদের চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের বিশেষ একটি দিক 'রাত্রি জাগরণ'। এতে নফল ইবাদতের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং একত্রে রাত্রি যাপনের ফলে পরস্পরের মধ্যে গভীর আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। রাত্রি জাগরণে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানসূচী রাখা যেতে পারে।

(ক) দরসে কুরআন (খ) দরসে হাদীছ (গ) পাঠচক্র (ঘ) ছালাতে তাহাজ্জুদ (ঙ) ছালাতে ফজর ও বিদায়। দরসের জন্য 'তাফসীরুল কুরআন' এবং পাঠচক্রের জন্য 'নবীদের কাহিনী' থেকে পাঠ করবেন। পরিচালক বইয়ের বিষয়গুলি সাথীদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন। এক ঘণ্টার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করবেন। অতঃপর রাত্রি শেষে সকলে তাহাজ্জুদ পড়বেন। এরপর ফজরের জামা'আত শেষে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে 'তাফসীরুল কুরআন' ৩০তম পারার যেকোন একটি পরিচিত সূরা থেকে ১০ মিনিট পাঠ করে শুনাবেন। যাতে মসজিদে এরূপ দরস জারি থাকে, সে বিষয়ে মুছল্লীদের প্রতি আহ্বান জানাবেন।

নফল ইবাদাত :

আল্লাহ্র পথে নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছাড়া কখনই নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন চলতে পারে না। আর কর্মী কখনই নিবেদিত প্রাণ হ'তে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ ভীতি ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করবে। নফল ইবাদত এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীদের মধ্যে নফল ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই বন্ধুর পথে আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত আমাদের অন্য কোন সম্বল নেই। আর আল্লাহ্র সাহায্য লাভের একমাত্র রাস্তা হ'ল তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাই যে সকল কাজে তিনি অধিক সন্তুষ্ট হন, সেই সকল

কাজ আমাদেরকে যত বেশী সম্ভব করে যেতে হবে। এ জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলি কাজে লাগানো যেতে পারে।

(ক) তাহাজ্জুদ ছালাত (খ) নফল ছিয়াম (গ) আল্লাহ্র পথে ব্যয়।

প্রত্যেকটির বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

তাহাজ্জুদ ছালাত : এ প্রসঙ্গে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কঠিন হলেও যৌবনের ঊষাকালে নিয়মিত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে ছায়া প্রদান করবেন। যাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল ঐ যুবক, যে আল্লাহ্র ইবাদতে বর্ধিত হয়েছে। ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। যখন সে বেরিয়ে আসে, পুনরায় সেদিকে ফিরে যায়। ঐ দুই ব্যক্তি যারা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য পরস্পরে বন্ধুত্ব করেছে ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঐ ব্যক্তি যে নিরিবিলি আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র পথে ডান হাতে ব্যয় করে, অথচ বাম হাত তা জানতে পারে না।... *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৭০১)*।

নফল ছিয়াম : নিয়মিত নফল ছিয়াম কর্মীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি সুন্দর সুন্নতী তরীকা। প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার কিংবা প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম রাখার অভ্যাস গড়ে উঠলে যেমন অফুরন্ত ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, তেমনি অনেক অজানিত রোগ থেকে মুসলমান মুক্ত থাকতে পারে। ফলে আমাদের শারীরিক ও আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম, আশূরার দু'টি ছিয়াম, আরাফার একটি বা দু'টি ছিয়াম প্রভৃতি রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ই'তিকাফ : ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জনের অন্যতম বড় মাধ্যম। সংগঠনের কর্মীদের সুযোগ মত রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফের অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ সমূহে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করো না। এগুলি হ'ল আল্লাহ্র সীমারেখা *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। ই'তিকাফের মাধ্যমে লায়লাতুল ক্বদর সন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন *(বুঃ মুঃ; মিশকাত হা/২০৯৭)*। ২০ রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে জামে

মসজিদের মধ্যে সম্ভব হ'লে কাপড়ে ঘেরা ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত ই'তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২১২০)*। মহিলা সংস্থার কর্মীগণ অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে বাড়ীর পাশের জুম'আ মসজিদে ই'তিকাফ করতে পারেন *(ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা দ্রঃ)*। অধিক হারে নফল ইবাদত, তেলাওয়াত ও দো'আ-ইস্তিগফারে লিপ্ত থেকে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করাই ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য।

ই'তিকাফ অবস্থায় সর্বদা ছালাত, দো'আ-দরূদ ও কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকবে। নিজের গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহ্র নিকট সাধ্যমত কান্নাকাটি করবে। মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। অতঃপর ই'তিকাফ স্থলে গিয়ে সুন্নাত ও নফল সমূহ আদায় করবে। জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়ে ই'তিকাফ স্থলে বসে তেলাওয়াতে রত হবে। শেষ রাতে উঠে দীর্ঘ ক্বিরাআতে পাঁচ রাক'আত বিতর পড়বে। এ ছাড়া যতবার বাইরে যাবে ও আসবে ততবার তাহিইয়াতুল মাসজিদ ও ওযূ টুটে গেলে ওযূ করে তাহিইয়াতুল ওযূ দু'রাক'আত করে নফল ছালাত আদায় করবে। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত সহ তরজমা ও তাফসীর পাঠ করা এবং হেফয করা যাবে। 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও 'তাফসীরুল কুরআন' সাথে রাখবে।

আল্লাহ্র পথে ব্যয় : নিয়মিত দান-ছাদাক্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত। আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। মুসলমান কখনও কৃপণ হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কৃপণতা এবং ঈমান কখনো এক হৃদয়ে থাকতে পারে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৮২৮)*। 'গ্রহীতার হাত অপেক্ষা দাতার হাত অধিক উত্তম' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪২,১৮৪৩)*। তাই আমাদের প্রত্যেক কর্মীকে নিয়মিত দান-ছাদাক্বার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দান করার সময় এ নিয়ত রাখতে হবে যে, এটা আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছি। তিনি এর বহুগুণ বদলা দিবেন। কেননা তিনি বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা তোমাদের জন্য অগ্রিম যা প্রেরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্র নিকট পুরোপুরি পাবে। বস্তুতঃ সেটাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম পুরস্কার। তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(মুযযাম্মিল ২০ আয়াত)*।

শিক্ষা সফর :

তৃতীয় দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে শিক্ষা সফর অনেকটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এর মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং আন্দোলনের ইমেজ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা সফর দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা : (ক) শাখা বা যেলা সফর এবং (খ) কোন পর্যটন স্পটে শিক্ষামূলক ভ্রমণ।

প্রত্যেকটির বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

শাখা সফর : উর্ধ্বতন শাখার পক্ষ হ'তে অধঃস্তন শাখা বা যেলায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান সহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা। এতে অধঃস্তন শাখাগুলি চাঙ্গা হয় এবং কর্মীদের মধ্যে কাজের উদ্যম বৃদ্ধি পায়। নিজেদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ : মাঝে-মধ্যে কর্মীদের নিয়ে দূরে কোন সুন্দর স্থানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে গমন করা যায়। তাকে যেমন আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয়, তেমনি কর্মীরা অনেক নুতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাছাড়া সফরের সাথে সাথে দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা যায়। এতে নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।-

(ক) সফরে যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে সংগঠনের 'পরিচিতি' বিতরণ করা (খ) গন্তব্যে পৌঁছার পর একজন পরিচালকের নেতৃত্বে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ বৈঠক করা। যার শুরুতে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত। অতঃপর পরিচালক কর্তৃক গন্তব্যস্থল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা এবং পারস্পরিক পরিচিতি অনুষ্ঠান। অতঃপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ক্বিরাআত, কবিতা আবৃত্তি, আত-তাহরীকের সম্পাদকীয় আবৃত্তি, আল-হেরা ইসলামী জাগরণী, জ্ঞানকোষ-১, ২, কুইজ, হেফযুল হাদীছ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা থাকবে।

মুহাসাবা/আত্মসমালোচনা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি সর্বাধিক তওবাকারী' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৪১)*। অতএব দৈনিক রাতে শোওয়ার আগে নিজের সারা দিনের কর্ম তালিকা স্মরণ করা ও ভুলগুলো সংশোধনের জন্য তওবা করা অপরিহার্য। বান্দার সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয় থাকলে সেটি তার নিকট থেকে মুক্ত হ'তে হবে। সাথে

সাথে আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কিছুতে যুলুম করেছে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে উক্ত বিষয়ে মুক্ত হয়, সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। যদি তার নিকটে সেদিন কোন সৎকর্ম থাকে, তাহ'লে সেখান থেকে উক্ত যুলুম পরিমাণ কেটে নেওয়া হবে। আর যদি কোন সৎকর্ম না থাকে, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির পাপ থেকে নিয়ে তার উপর চাপানো হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*।

চতুর্থ দফা কর্মসূচী

তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার :

এ দফার করণীয় হ'ল- 'আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা'।

এটিই মুসলিম জীবনের প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ বলেন যে, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি; তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করার জন্য' *(আলে ইমরান ১১০)*।

সমাজের বুক হ'তে অন্যায় ও কুসংস্কার দূর করার নামই হ'ল সমাজ সংস্কার। কিন্তু এই অন্যায় ও কুসংস্কারের মাপকাঠি কি?

যুগে যুগে বিভিন্ন মানবরচিত ধর্ম, মতবাদ, সামাজিক প্রথা, দেশীয় রীতিনীতি ও শাসক সম্প্রদায়ের গৃহীত নীতিমালাকেই ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর এসবের বিরোধিতাকেই অন্যায় বা কুসংস্কার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ মানুষের রচিত আইন-কানূন অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। আর এসব ত্রুটিপূর্ণ আইন দিয়েই সমাজের ত্রুটি দূর করার ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হচ্ছে। কিন্তু মুসলিম হিসাবে একথা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র 'অহি' অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস এবং ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মানদণ্ড। এর বিরোধী যাই-ই হবে, তাই-ই অন্যায় ও কুসংস্কার বলে বিবেচিত হবে। আর তা দূর করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায় ও কুসংস্কার বাসা বেঁধে আছে। এর পূর্ণ মূলোৎপাটন সম্ভব না হলেও সাধ্যমত সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তাই বর্তমান অবস্থায় সমাজ সংস্কারে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতে চাই।

(১) শিক্ষা সংস্কার : তরুণদের নৈতিক সংস্কারের পূর্বশর্ত হিসাবে শিক্ষা সংস্কার অপরিহার্য। নৈতিকতা বর্জিত নিছক বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় কখনোই সুনাগরিক সৃষ্টি হ'তে পারে না। উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন, যোগ্য, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি তৈরী করাই হবে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের প্রথম দায়িত্ব হ'ল তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা। উক্ত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের মৌলিক কর্মপদ্ধতি নিম্নরূপ :

(ক) দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং সরকারী ও বেসরকারী তথা কিণ্ডার গার্টেন, প্রি-ক্যাডেট, ও-লেভেল ইত্যাদি নামে পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে বৈষম্যহীন ও সহজলভ্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। (খ) ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উভয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষা এবং পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করা (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড নিষিদ্ধ করা এবং প্রয়োজনবোধে সেখানে বয়স, যোগ্যতা ও মেধাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। (ঘ) আক্বীদা বিনষ্টকারী সকলপ্রকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বর্জন করা এবং তদস্থলে ছহীহ আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চালু করা।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমূহ গ্রহণ করতে পারি :

(১) যোগ্য ইমাম নিয়োগের মাধ্যমে মসজিদ ভিত্তিক ফুরকানিয়া মক্তব চালু করা (২) 'সোনামণি মাদরাসা' ও বয়স্কদের জন্য 'কুরআন শিক্ষা ক্লাস' চালু করা (৩) সার্বজনীন শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করা (৪) মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিফটিং পদ্ধতি চালু করা (৫) 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে দেশের সকল সমমনা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একই শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত করা।

(২) অর্থনৈতিক সংস্কার :

হালাল রূযী ইবাদত কবুলের অন্যতম পূর্বশর্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হারাম খাদ্য ভক্ষণকারীর দেহ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭)*। অথচ সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী যা ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির নোংরা হাতিয়ার হিসাবে যা সর্বযুগে সকল জ্ঞানী মহল কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে, সেই প্রকাশ্য হারামী অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে চালু রয়েছে। ফলে ধনীদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে ও গরীবেরা আরও নিঃস্ব হচ্ছে। যার পরিণতি স্বরূপ সমাজে অশান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে দেশী ও বিদেশী পুঁজিবাদী সূদখোর এন.জি.ও-সমূহের অপতৎপরতা। যাদের অধিকাংশ দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দারিদ্র্য স্থায়ীকরণ করছে এবং অনেকে সাধারণ জনগণের ঈমান ও নৈতিকতা হরণ করছে। এভাবে দেশটি সর্বদা অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে- যা আন্তর্জাতিক সূদীচক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের সুদূরপ্রসারী নীল নকশারই অংশ। উপরোক্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা হ'তে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আমাদের কর্মপদ্ধতি সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সকল প্রকারের হারাম উপার্জন হতে বিরত থাকা (খ) যাবতীয় অলসতা, বিলাসিতা ও অপচয় পরিহার করা এবং সর্বদা 'অল্পে তুষ্ট থাকার' ইসলামী নীতির অনুশীলন করা (গ) নির্দিষ্ট ইমারত-এর অধীনে সুষ্ঠু পরিকল্পনা মোতাবেক বায়তুল মালের সংগ্রহ ও বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা (ঘ) সমাজ কল্যাণমূলক ইসলামী প্রকল্প সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা (ঙ) অনৈসলামী অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে জনমত গড়ে তোলা এবং দেশের সরকারের নিকটে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুর জন্য জোর দাবী পেশ করা।

এজন্য প্রত্যেক শাখায় বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে এলাকার সকল যাকাত, ওশর, ফিৎরা-কুরবানী ও অন্যান্য দান-ছাদাক্বা জমা করে যাতে সারা বছর এলাকাবাসীর যে কোন কঠিন দুর্যোগ-দুর্দশা মুকাবিলা করা যায় এবং সমাজকল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখা যায়, তার ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

(৩) নেতৃত্বের সংস্কার :

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসৎ নেতৃত্ব আজ সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। শান্তি প্রিয় সৎ নেতৃত্ব সর্বত্র মুখ লুকিয়েছে। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য পূর্বে বর্ণিত শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক কারণ দু'টি ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে আমরা মৌলিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি :

(ক) সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং হরতাল, ধর্মঘট ও মিছিলের যথেচ্ছা ব্যবহার (খ) দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা (গ) সৎ ও অসৎ সকলের ভোটের মূল্য ও নির্বাচনের অধিকার সমান গণ্য করা (ঘ) দলীয় প্রশাসন, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থা।

এক্ষণে নেতৃত্ব সংস্কারের লক্ষ্যে জাতির নিকটে আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সর্বত্র ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন নীতি অনুসরণ করা এবং ইমারত ও শূরা পদ্ধতি অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা (খ) আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে রাষ্ট্রীয় আইনের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা (গ) স্বাধীন ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু করা।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয় ও বাস্ত বায়ন দেখতে চায়। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী 'ইমারত ও বায়'আতে'র মাধ্যমে পূর্ণ ইখলাছের সাথে দাওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী নিয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে চায়। যাতে দেশে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসে এবং একটি শান্তিময় ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে আদর্শ খেলাফত রাষ্ট্র হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এজন্য আমরা বর্তমানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করতে পারি।-

(ক) প্রচলিত অনৈসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা।

(খ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করা।

(গ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

(ঘ) ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

নিম্নে প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হ'ল।-

(ক) প্রচলিত অনৈসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা : সমাজে যাবতীয় অশান্তি ও হিংসা-হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল প্রচলিত দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। যেখানেই নির্বাচন সেখানেই গ্রুপিং ও হানাহানি। সেই সাথে রয়েছে ভোটের নামে ধারণাতীত প্রতারণা। সেকারণ শান্তিপ্রিয় নাগরিকগণ ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে। এই ব্যবস্থা ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন নীতির ঘোর বিরোধী। সে কারণ সংগঠনের কর্মীদের এই নোংরা নীতি থেকে দূরে থাকতে হবে এবং মানুষকে ইসলামী ইমারত ও শূরা পদ্ধতির কল্যাণকারিতা সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে হবে।

(খ) বিবৃতি প্রদান : মুমিনগণ কখনই অন্যায়-অত্যাচার বরদাশত করতে পারে না। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলমান যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাতীয় গণমাধ্যমসমূহ ও পত্র-পত্রিকায় আমাদেরকে প্রতিবাদ ও দিকনিদের্শনামূলক বিবৃতি প্রদান করতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরা লেখনীর জিহাদ। কাজেই লেখনীর মাধ্যমে আমাদেরকে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যেতে হবে।

(গ) অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা : যখনই সমাজে কোন অন্যায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, তখনই আমাদেরকে প্রতিবাদ মুখর হ'তে হবে, নিশ্চুপ থাকা যাবে না। সকল প্রকার বৈধ পন্থায় আমাদেরকে অন্যায় প্রতিহত করতে হবে। তবে কোনরূপ সহিংসতায় জড়িত হওয়া যাবে না এবং জনগণের জান-মালের ক্ষতি করা যাবে না। মোট কথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ঈমানী দায়িত্ব আমাদের পালন করে যেতে হবে।

(ঘ) ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ : অপসংস্কৃতির করালগ্রাস হ'তে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে ঘরে-বাইরে সর্বস্তরে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। গান-বাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে যুব চরিত্র হননে একশ্রেণীর তথাকথিত সুশীল ও প্রগতিশীল, নাস্তিক্যবাদী গোষ্ঠী সদা তৎপর। তাই আমাদেরকে ইসলামী কবিতা ও জাগরণী ইত্যাদি সম্বলিত সিডি প্রকাশ করতে হবে এবং সর্বত্র 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে আমাদের গৃহগুলিকে অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাওহীদে ইবাদতের আলোকে সমাজ পরিবর্তনে অবদান রাখার তাওফীক দান করুন- আমীন।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০২	সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৩	নবীদের কাহিনী-১-২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৪	তাফসীরুল কুরআন- ৩০তম পারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৫	ছালাতুর রাসূল (বাংলা) (ইংরেজী)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৬	ছালাতুর রাসূল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৭	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৮	ফিরক্বা নাজিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৯	জিহাদ ও ক্বিতাল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১০	জীবন দর্শন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১১	আরবী ক্বায়েদা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১২	আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? (বাংলা) (ইংরেজী)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৩	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৪	শবেবরাত	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৫	হজ্জ ও ওমরাহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৬	উদাত্ত আহ্বান	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৭	আক্বীদা ইসলামিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৮	ইনসানে কামেল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৯	মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২০	বিদ‘আত হতে সাবধান	(অনুঃ) মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২১	নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২২	হাদীছের প্রামাণিকতা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৩	ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৪	আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৫	সমাজ বিপ্লবের ধারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৬	তালাক ও তাহলীল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৭	তিনটি মতবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৮	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৯	ছবি ও মূর্তি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩০	ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩১	হিংসা ও অহংকার	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩২	সূদ (বাংলা) (ইংরেজী)	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
৩৩	ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ	(অনুঃ) আব্দুল মালেক
৩৪	আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী	মাওলানা আহমাদ আলী
৩৫	ছহীহ্ কিতাবুদ দো‘আ	অধ্যাপক নূরুল ইসলাম
৩৬	ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য	মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
৩৭	মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
৩৮	শিশুর বাংলা শিক্ষা	শামসুল আলম
৩৯	হাদীছের গল্প	গবেষণা বিভাগ, হা. ফা. বা.
৪০	গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান	গবেষণা বিভাগ, হা. ফা. বা.
৪১	যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত	গবেষণা বিভাগ, হা. ফা. বা.
৪২	ইহসান ইলাহী যহীর	নূরুল ইসলাম